সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
◈ সিস্টেম এনালিষ্ট (বিআরটিসি)/ সিনিয়র প্রোগ্রামার (সওজ)
◈ প্রোগ্রামার (বিআরটিএ)
◈ সহকারী প্রোগ্রামার (ডিএমটিসিএল)
◈ সঃ মেঃ ইঞ্জিঃ (ডিটিসিএ/সওজ)
◈ নথি
ডাইরি নং-......২৬......
তারিখঃ-......১৯/৫/১৮......

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

ঢাকা-চট্টগ্রাম, জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক এবং আব্দুল্লাহপুর হতে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়কের যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে যথাক্রমে গত ০২-০৪-২০১৮ তারিখ এবং ১৮-০৪-২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	০৯-০৫-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	২:৩০ টা
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট- ক

সভায় আগত উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কের একটি স্বল্প পরিসরের ভিডিও প্রদর্শনের নিমিত্ত সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ ঢাকা টাঙ্গাইল রোডের বিশেষ করে (১) চন্দ্রার মোড় থেকে কালিয়াকৈর ব্রীজের পূর্ব পার্শ্বে পর্যন্ত (২) বাইপাইল কোনাবাড়ী ব্রীজ সংলগ্ন (৩) বিকেএসপি'র সামনে জিরানীবাজার সংলগ্ন 'চক্রবর্তী পুলিশ' ক্যাম্পের সামনের ১০ কিলোমিটার এবং (৪) বলিভদ্র বাস স্ট্যান্ড (ইপিজেড) সংলগ্নসহ মহাসড়কের আরও কয়েকটি স্থানের সড়কের বেহাল অবস্থা তুলে ধরে একটি সচিত্র প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এবং এসব স্থানের খানাখন্দ অবিলম্বে মেরামত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে, এসব স্থানের সড়কের মেরামত কাজ সম্পন্ন হলে যানবাহন দ্রুত গতিতে চলতে পারবে এবং মহাসড়কের যানজট কমে আসবে। ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদনটি দেখার পর সভাপতি ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানান এবং বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নোটিশে না থাকার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এসব পরিস্থিতি যাতে তাৎক্ষনিকভাবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করতে পারা যায় সে বিষয়ে সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফোন/সেল নাম্বার হাইওয়ে পুলিশ/জেলা পুলিশ কে প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।

২। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ পর্যায়ে বলেন যে, ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদনে বর্ণিত এ বিষয়গুলো সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের আগেই হাইওয়ে পুলিশ/জেলা পুলিশ মোকাবেলা করে থাকেন। তাই এক্ষেত্রে সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে তাৎক্ষনিকভাবে অবগত করানোর জন্য পুলিশের ট্রাফিক বিভাগকে অনুরোধ জানান।

৩। ঢাকা সড়ক সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন যে, ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদনের বিষয়টি বেশ কয়েকদিন পূর্বেকার। এসব সড়কের বর্তমান অবস্থা অনেক ভাল। আমরা ইতোমধ্যে কিছু কিছু স্থানে Regid Pavement ব্যতিরেকে অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করেছি। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ায় বেশ কয়েকটি স্থানে সড়কের বিটুমিনের কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। আবহাওয়ার উন্নতির পর সেসব স্থানে বিটুমিনের কাজ শুরু করা হবে।

৪। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, সকল খানাখন্দ মেরামতসহ ১লা রমজানের পূর্বে এসব সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। যে স্থানে বিটুমিনের কাজ বাকী আছে আবহাওয়ার উন্নতি হলে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাসেক-১ প্রকল্পের আওতাধীন চন্দ্রা এলাকার ৪ লেন সড়কটি আগামী শুক্রবার সচিব মহোদয় ও ডিআইজি হাইওয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। গাজীপুরা তালগাছ নামক স্থানে মহাসড়কে কোন প্রকার যানবাহন/দোকানপাট না রাখার জন্য পর পর দুইদিন মাইকিং করার নির্দেশনা প্রদান করেন। মাইকিং করার পরও কেউ আইন অমান্য করলে ট্রাফিক বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। সে সাথে আগামী ১০-০৫-২০১৮ তারিখে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল উক্ত স্থানসহ যে সব স্থানে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে সে সব স্থানে যাবেন বলে নির্দেশনা প্রদান করেন।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd || date: 2018-05-17

৫। সাসেক-১ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিকল্প সড়কসহ চন্দ্রায় ৪-লেন সার্বক্ষনিকভাবে খোলা আছে। তদুপরি এ সড়কে যানজট হওয়ার কারণ কালভার্ট। অসময়ে বৃষ্টির জন্য বড় আকারের কাজ করা যাচ্ছে না। তাছাড়া কিছু কিছু স্থানে ড্রেনের কাজ চলছে। আগামী ১৫ রমজানের মধ্যে এ সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এ সড়কের প্রশস্ততা ৬ লেনে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

৬। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওসমান আলী বলেন যে, মহাসড়কে ৪লেন খোলা রাখার জন্য সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা থাকা সত্বেও বোর্ডবাজারের গাজীপুরা তালগাছ নামক স্থানে ১ লেনেও গাড়ি চলাচলে কষ্ট হয়। এর উপর বাজার, হকার ও ভ্রাম্যমান দোকানের আধিক্যতা অনেক বেশি। তিনি আরও বলেন যে, বোর্ডবাজারে সড়কের উপর বাজার থেকে মসজিদ কমিটি টাকা কালেকশন করে থাকে। এ ধরনের কমিটি থাকলে উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্ভব হবে না। তিনি বলেন বাজার অপসারণের বিষয়ে গাজিপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তাই উক্ত স্থানের উচ্ছেদ কার্যক্রম সিটি কর্পোরেশন ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সমন্বয়ে সম্পন্ন করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৭। অতঃপর ঢাকা-চট্টগ্রাম, জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়কে এবং আব্দুল্লাহপুর হতে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়কের যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে যথাক্রমে গত ০২-০৪-২০১৮ তারিখ এবং ১৮-০৪-২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য উপস্থিত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দকে অনুরোধ জানান। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কাজের অংশের অগ্রগতি নিম্নরুপভাবে সভাকে অবহিত করেনঃ

ক্রম	বিষয়	পূর্বের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	সাইনবোর্ড এলাকার যানজট	সড়কের খালি জায়গায় মাটি ভরাট করে বাস-বে নির্মাণ করতে হবে। সড়কের রিজিড পেভমেন্ট করতে হবে। প্রয়োজনে ডাইভারশন করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল সভাকে অবহিত করেন যে, সড়কের খালি জায়গায় মাটি ভরাট করে বাস-বে নির্মাণসহ অন্যান্য কাজের টেন্ডার ইতোমধ্যে আহ্বান করা হয়েছে।	আহবানকৃত টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসন্ন ঈদ-উল-ফিতরের পূর্বেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ।
২	শিমরাইল এলাকার যানজট	এ স্থানে সড়কের উভয় পার্শ্বে উচ্ছেদকৃত স্থানে ২৮০ মিটার সার্ভিস লেনসহ একটি বাস-বে নির্মাণ করতে হবে। বাইপাস সড়কটিও চালু করতে হবে।	শিমরাইলের সড়কের উভয় পাশে সার্ভিস লেনের রিজিড পেভমেন্ট ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। নতুন প্রশস্ত লেন খুলে দেয়া আছে। জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে যানজট নিরসনে আরো বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।	নতুন লেন খুলে দেয়ার পর সড়কের সার্বিক পরিস্থিতির উপর একটি প্রতিবেদন দিতে হবে।। জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে যানজট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ গুলো ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে জানাতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ।
৩	কাঁচপুর এলাকায় যানজট	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে রাস্তা প্রায় ১০ ফুট চওড়া করে একটি বাস-বে নির্মাণ করতে হবে।	এ কাজের টেন্ডার ইতোমধ্যে আহবান করা হয়েছে। টেন্ডারের নির্ধারিত সময় অতিক্রমের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।	টেন্ডার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ।
৪	মদনপুর এলাকার যানজট	মদনপুর ইন্টার সেকশনে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হবে। সড়কের বক্সকালভার্ট নির্মাণ করে প্রশস্ত করতে হবে। পথচারী পারাপারের জন্য বাজার অংশে একটি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করাও প্রয়োজন।	সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকামুখী ৬ লেন চালু আছে। সড়কের সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করা হয়েছে। তবে এখানে একটি পুলিশ বক্স আছে যা সরানো হলে সড়কের প্রশস্ততা আরো বৃদ্ধি পাবে। এ স্থানে এখন আর তেমন যানজট হয় না।	উক্ত সড়কের ঐ স্থানে যাতে অবৈধ দোকান, স্থাপনা গড়ে পুনরায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পুলিশ বক্স সরানোর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখবেন।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-17

ক্রম	বিষয়	পূর্বের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৫	মোগড়া পাড়া এলাকার যানজট	হাইওয়ে পুলিশের সাথে সমন্বয় করে বৈদ্যুতিক পোল সরানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানাতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে আলোচনাক্রমে একটি বাস-বে নির্মাণ করতে হবে।	বৈদ্যুতিক পোল সরানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের পত্র দেয়া হয়েছে। ৩০ মে ২০১৮ এর মধ্যে পোল সরানো সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।	সংশ্লিষ্টদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে ৩০ মে ২০১৮ এর মধ্যে পোল সরাতে হবে।	হাইওয়ে পুলিশ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ
৬	মেঘনা টোল প্লাজায় যাওয়ার পথে যানজট	শিল্প পল্লীর সামনের সড়কের বাম পার্শ্বের সড়কটি প্রশস্ত করতে হবে।	শিল্প পল্লীর সামনের সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধির জন্য কাঁচপুরের কাজের প্যাকেজের সাথে একই প্যাকেজে এ কাজ ধরা আছে। যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা হবে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ।
৭	টোল প্লাজার বুথ বাড়ানো	পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুযোগ থাকলে টোল প্লাজার টোল কালেকশন বুথ বৃদ্ধি করতে হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার সড়ক মেরামতের কাজ যথাসাধ্য বন্ধ রাখতে হবে।	বর্তমানে দু'পাশে ৮টি বুথ চালু আছে। প্রয়োজনে আরও একটি বুথ চালুর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বুধ ও বৃহস্পতিবার সড়কের মেরামত কাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে।	রমজান মাসে টোল কালেকশন বুথ আরও একটি বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করে যানজটমুক্ত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ, নির্বাহী পরিচালক, সিএনএস

(খ) জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়কের সিদ্ধান্তঃ

৮	ঢাকা-জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল সড়ক ইপিজেডের সামনে যানজট	উক্ত মহাসড়কাংশের সার্ভিস লেন বাড়াতে হবে।	গত ০৭-০৫-২০১৮ তারিখ হতে এ সড়কের সার্ভিস লেন বৃদ্ধির কাজ শুরু করা হয়েছে।	সার্ভিস লেন বৃদ্ধির কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা, নির্বাহী প্রকৌশলী, গাজীপুর, সড়ক বিভাগ
৯	বিকেএসপির সামনে	চলমান কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	কাজ চলমান রয়েছে। তবে অসময়ে বৃষ্টির কারণে কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়।	অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী সওজ, ঢাকা চলমান কাজের অগ্রগতি প্রতি সপ্তাহে একবার সরেজমিন প্রদর্শন করবেন।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা, নির্বাহী প্রকৌশলী, গাজীপুর
১০	কালিয়াকৈর ব্রীজ	অবিলম্বে নির্মাণাধীন উক্ত ব্রীজ এলাকায় যানবাহন সচল রাখতে সকল ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	কালিয়াকৈর ব্রীজের কাছে বর্তমানে সড়ক ২লেন করে ৪লেন চালু আছে। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে একাধিক টিম এখানে কাজ করছে।	যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে টিমগুলোর কাজ তদারকি করতে হবে। যানজট যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।	১. প্রকল্প পরিচালক, সাসেক-১ ২. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), গাজীপুর, সড়ক বিভাগ

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-17

১১	ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা বাজার সংলগ্ন সড়ক মেরামত	পিএমপি'র আওতায় রাস্তার চওড়া অংশে এইচ বিবি করার জন্য যে ৬০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে তার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	ইতোমধ্যে উক্ত সড়কের এইচ বিবি করার জন্য ৬০ লক্ষ টাকা একটি প্রস্তাব অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ ঢাকার বরাবরে অগ্রায়ন করা হয়েছে। অবিলম্বে উহা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে।	টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা বাজার সংলগ্ন সড়কের এইচ বি বি কাজ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কাজের দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখাতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী(সওজ) টাঙ্গাইল।
১২	বিবিধ	১(ক) বিআরটি নির্মাণ কাজে জড়িত সংশ্লিষ্টদের মহাসড়কের অতিরিক্ত দখলে রাখা জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে। ১(খ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশের পদুয়ার বাজারের নির্মাণাধীন ওভারপাস অচিরেই উদ্বোধন করা হবে। ওভারপাসের নিচের রাস্তা সেনাবাহিনীর সাথে সমন্বয় করে সংস্কার করে যানজট মুক্তভাবে যান চলাচলের সার্বক্ষণিক উপযোগী রাখতে হবে।	(১) বিআরটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বিআরটি নির্মাণ কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা কোথাও দখলে রাখা হয়নি। তদুপরি সড়ক প্রশস্তকরণের নিমিত্ত যথাসম্ভব জায়গা ছেড়ে দেয়া হবে। (২) গত ০৫মে, ২০১৮ তারিখে ওভারপাসটি উদ্বোধন করা হয়েছে। ওভারপাসের নিচের রাস্তা সেনাবাহিনীর সাথে সমন্বয় করে Overlay করে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ স্থানে এখন আর কোন যানজট নেই।	প্রকল্প পরিচালক, (সওজ) বিআরটি বিষয়টি সরেজমিন পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ স্থানটিতে যানবাহন চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হবে এবং অবৈধ স্থাপনা যদি থাকে তা দখলমুক্ত রাখতে হবে।	১. প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি ২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা জোন
		(২) যে সব কাজে সময় লাগবে সেখানে বাস্তবতার আলোকে কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে কাজের ধরণ/টাইপ নির্ধারণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। চলমান কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। সড়কের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে জনসাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে হবে। এছাড়া উভয় মহাসড়কের মিডিয়ান গ্যাপগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনে সম্প্রসারণ ও যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাবহার উপযোগী করতে হবে যাতে সহজে যানবাহন ঘুরতে পারে।	চলমান কাজ যথাযথভাবে দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। উভয় মহাসড়কের মিডিয়ান গ্যাপগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	সংশ্লিষ্ট সকলের সম্বনিত ও যৌথ প্রচেষ্টায় মহাসড়কের মিডিয়ান গ্যাপগুলো সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), টাঙ্গাইল/ গাজীপুর এবং ডিআইজি হাইওয়ে পুলিশ

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-17

আব্দুল্লাহপুর হতে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়কে যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

ক্রম	পূর্বের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	(ক) বিআরটি প্রকল্পের আওতায় চলমান ড্রেন খোড়াখুড়ির কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে খোদাইকৃত ড্রেনের কাজ শেষ করে সেগুলো ভরাট করে যান চলাচলের উপযোগী করতে হবে।এ কাজের কারণে রাস্তার দু পাশে ২-লেন করে ৪ লেন যাতে করে যান চলাচলের জন্য বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	(ক) বিআরটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, গত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২১টি পয়েন্টে খোড়াখুড়ির প্রস্তাব থাকলেও মাত্র ৬টি স্থানে খোড়াখুড়ি করা হয়েছে। ম্যানহোলগুলোর মেরামত কাজ চলছে । যানবাহন চলাচলের জন্য সড়কের দু'দিকে ২ লেন করে ৪ লেন খোলা আছে। আপাততঃ খোড়াখুড়ির কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।	খোড়াখুড়ির কাজ বন্ধ রাখতে হবে। সড়কের দু'দিকে ২ লেন করে ৪ লেন আবশ্যিকভাবে খোলা রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক বিআরটি (সওজ)
	(খ) যানজট এড়ানোর স্বার্থে বিআরটি প্রকল্পের যাবতীয় কাজ প্রতি বৃহস্পতিবার ঢাকা হতে গাজীপুর চৌরাস্তাগামী মহাসড়কাংশে এবং প্রতি শনিবার গাজীপুর চৌরাস্তা হতে ঢাকা গামী মহাসড়কাংশে বিকেল ৩টার পর বন্ধ রাখতে হবে।	(খ) প্রতি বৃহস্পতিবার ঢাকা হতে গাজীপুর চৌরাস্তাগামী মহাসড়কাংশে এবং প্রতি শনিবার গাজীপুর চৌরাস্তা হতে ঢাকাগামী মহাসড়কাংশে বিকেল ৩টার পর মেরামত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।	এ ধরণের ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(গ) বিআরটি প্রকল্পের বিবিএ অংশের মহাসড়ক মেরামতের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	বিআরটি প্রকল্পের বিবিএ অংশের চলমান কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে।	বিবিএ অংশের চলমান কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক বিআরটি (বিবিএ)
	(ঘ) বিআরটি/সাসেক প্রকল্পের কাজের সুবিধার্থে জেলা/হাইওয়ে পুলিশের সাথে সমন্বয় থাকা আবশ্যক।	সাসেক প্রকল্পের আওতাধীন চন্দ্রায় ৪-লেন সার্বক্ষনিকভাবে খোলা আছে। চন্দ্রা ফ্লাইওভারের পরে কালভার্ট থাকায় কিছুটা যানজট হচ্ছে। বৃষ্টির জন্য বড় আকারের কাজ করা যাচ্ছে না। সাসেক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আগামী ১৫ রমজানের মধ্যে সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এ সড়কের প্রশস্ততা ৬ লেনে উন্নীত করা সম্ভব হবে।	সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত ও যৌথ প্রচেষ্টায় আগামী ১৫ রমজানের মধ্যে সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এ সড়কের প্রশস্ততা ৬ লেনে উন্নীত করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নির্মাণ কাজের জন্য যানজট সৃষ্টি করা যাবে না। এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক নজরদারী এবং জেলা ও হাইওয়ে পুলিশের সাথে সমন্বয় রাখতে হবে।	১. প্রকল্প পরিচালক বিআরটি (সওজ) ২. প্রকল্প পরিচালক বিআরটি (বিবিএ) ৩. প্রকল্প পরিচালক সাসেক-১

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-17

ক্রম	পূর্বের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
২.	আব্দুল্লাহপুর হতে গাজীপুর পর্যন্ত মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে যে ৩৩টি গ্যাপ (ফাঁকা স্থান) রয়েছে সেগুলো যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনতে হবে। এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্যাপ প্রশস্ত করে ইউ-টার্ণ এর সুবিধা সহজতর করতে হবে। এ বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রোড সেফটি উইং এর প্রতিনিধি, জেলা পুলিশ এবং হাইওয়ে পুলিশ এর প্রতিনিধির সহযোগিতায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ঢাকা জোন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ ঢাকা সভাকে অবহিত করেন যে, আব্দুল্লাহপুর হতে গাজীপুর পর্যন্ত মহাসড়কে ইতোমধ্যে ছোট ছোট গ্যাপগুলো বন্ধ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্যাপে প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে সেখানে ইউটার্নের সুবিধা সহজতর করা যায় কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয়ের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।	সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত ও যৌথ প্রচেষ্টায় বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে গুরুত্বপূর্ণ বড় গ্যাপগুলোর প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে সেখানে ইউটার্নের সুবিধা সহজতর করে স্বল্পতম সময়ে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হবে। ছোট গ্যাপগুলো বন্ধ করতে হবে।	১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ঢাকা জোন ২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ৩. গাজীপুর জেলা/হাইওয়ে পুলিশ
৩.	আব্দুল্লাহপুর-গাজীপুর চৌরাস্তা মহাসড়কে দুই পাশে যানবাহন চলাচলের জন্য দুই লেন করে চার লেন উন্মুক্ত রেখে বাস/মিনিবাস স্টপেজ এর জন্য সুবিধাজনক স্থান নির্ধারন করতে হবে। উক্ত স্থান ব্যতিত অন্য কোথাও যাত্রী উঠা-নামার জন্য বাস/মিনিবাস থামানো যাবে না এবং বাস/মিনিবাস থামিয়ে উক্ত লেনসমূহ বন্ধ করা যাবে না।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ ঢাকা বলেন যে, উভয় পাশে দুই লেন করে চার লেন উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। বাস/মিনিবাস স্টপেজ এর জন্য সুবিধাজনক স্থান নির্ধারন করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।	উভয় পাশে চার লেন আবশ্যিকভাবে উন্মুক্ত রাখতে হব। সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে বাস/মিনিবাস স্টপেজ এর জন্য সুবিধাজনক স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।	১. গাজীপুর জেলা/ ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ ২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ৩. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ৪. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ৫. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), গাজীপুর, সড়ক বিভাগ
৪.	আব্দুল্লাহপুর হতে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত মহাসড়কের দুই পাশে যে সকল অবৈধ দোকান/স্থাপনা লেন দখল করে যানচলাচলের জায়গা সংকুচিত করেছে সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে উচ্ছেদকল্পে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ কাজে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গাজীপুর সড়ক বিভাগ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।	নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। উচ্ছেদের পরে কার্যক্রম ধরে রাখা কঠিন। এ সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে উচ্ছেদ কার্যক্রম চালানো হয়েছে।	যানজট সৃষ্টি করে এমন অবৈধ স্থাপনা/দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ২. জেলা প্রশাসন, গাজীপুর ৩. গাজীপুর জেলা/হাইওয়ে পুলিশ ৪. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), গাজীপুর সড়ক বিভাগ

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-17

ক্রম	পূর্বের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৫.	শিল্প কারখানা/গার্মেন্টস-এ পণ্যবাহী কোনো ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মহাসড়কে পার্কিং করা যাবে না এবং মালামাল লোড/আনলোড করা যাবে না। শিল্প কারখানা/ গার্মেন্টস মালিককে তাদের ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে নিজস্ব জায়গায় মালামাল লোড/ আনলোডের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিজিএমইএ'র প্রতিনিধি বলেন যে, বিজিএমইএ'র সদস্যভুক্ত ৪০০/৪৫০ কারখানা রয়েছে। সদস্যভুক্ত কারখানা/গার্মেন্টস মালিককে তাদের ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে নিজস্ব জায়গায় মালামাল লোড আনলোড করার জন্য বিজিএমই এর পক্ষ থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। যে সব কারখানার নিজস্ব জায়গা নেই প্রয়োজনে সে সব কারখানা অন্যত্র স্থানান্তর করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিজিএমই এর প্রতিনিধি আরো বলেন যে, এ এলাকায় অনুমোদনহীন অনেক কারখানা রয়েছে। যে সব কারখানার অভ্যন্তরে মালামাল লোড আনলোড করার ব্যবস্থা নেই সে সব কারখানা মহাসড়কের উপরে কাভার্ড ভ্যান রেখে লোড আনলোড করলে ট্রাফিক রুলস অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়।	এ বিষয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসন গাজীপুর সভা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।	১. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ২. জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩.গাজীপুর জেলা/হাইওয়ে পুলিশ ৪. শিল্প মালিক, বিজিএমইএ, এফবিসিসিআই ৫. বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, ঢাকা, বাংলাদেশ টাক ও কাভার্ড ভ্যান এসোসিয়েশন, গাজীপুর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
৬.	শিল্প কারখানা/গার্মেন্টস-এর লিকুইড বর্জ্য মহাসড়কে/ মহাসড়কের ড্রেনে ফেলা যাবে না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্প/ গার্মেন্টস মালিকগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	যে সব শিল্প কারখানা/গার্মেন্টস-এর লিকুইড বর্জ্য মহাসড়কে/ মহাসড়কের ড্রেনে ফেলা হচ্ছে সেগুলোর তালিকা প্রণয়ন করে বিজিএমইএ তাদের সনাক্ত করবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মহাসড়কে লিকুইড বর্জ্য নিসরনকারী শিল্প কারখানা/গার্মেন্টস-এর বিরুদ্ধে বিজিএমইএ অবিলম্বে নোটিশ প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট কারখানার কর্তৃপক্ষ অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	শিল্প মালিক, বিজিএমইএ, এফবিসিসিআই
৭.	শিল্প কারখানা/গার্মেন্টস এর বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	শিল্প কারখানা/গার্মেন্টস এর বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে পরিবেশ অধিপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রয়োজেন এ সংক্রান্ত পরবর্তী সভায় পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।	শিল্প কারখানা/ গার্মেন্টস এর বর্জ্য দুষন রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা
৮.	বৃষ্টির পানি অপসারণ এবং মহাসড়কের দুই পাশে ড্রেনের পানি প্রবাহ সচল রাখার জন্য পানির স্থায়ী নির্গমন ব্যবস্থা থাকা জরুরি। অন্যথায় মহাসড়কের দুই পাশে জলাবদ্ধতা নিরসনের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। এ বিষয়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সড়কের পানি অপাসারণ/ ড্রেন নির্মার্ণের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছেন। শীঘ্রই ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।	অবিলম্বে ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

২৮২

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-17

ক্রম	পূর্বের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৯.	মহাসড়কে ব্যাটারি চালিত রিক্সা ও ভ্যানসহ সকল প্রকার অবৈধ যান চলাচল সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।	নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন এবং জেলা পুলিশ যৌথভাবে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে।	১. জেলা প্রশাসন/ বিআরটিএ ২. গাজীপুর জেলা/ হাইওয়ে পুলিশ
১০.	টঙ্গী-মীরেরবাজার-ঘোড়াশাল মহাসড়ক এবং ভোগরা পয়েন্টে সাসেক মহাসড়কের চলমান কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ ঢাকা বলেন যে, এ সড়কে ইতোমধ্যে আড়াই কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ অতি শীঘ্রই শেষ করা হবে।	ভোগরা পয়েন্টে সাসেক মহাসড়কের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।	১. প্রকল্প পরিচালক সাসেক-১ ২. নির্বাহী প্রকৌশলী, গাজীপুর সড়ক বিভাগ
১১.	ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ ও উল্টোপথে যান চলাচলসহ ট্রাফিক নিয়ম কানুন ভঙ্গকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ ও উল্টোপথে যান চলাচলকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১. জেলা প্রশাসন, গাজীপুর ২. বিআরটিএ
১২.	বৃষ্টি/প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আব্দুল্লাহপুর-গাজীপুর চৌরাস্তা জাতীয় মহাসড়কে যান চলাচলে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিরসণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একজন সহকারী প্রকৌশলী অথবা উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। এ বিষয়ে বিআরটি প্রকল্পের পক্ষ থেকেও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান, এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত আছে।	(১) এ স্থানের যানজট মনিটর করার জন্য শিফটিং পদ্ধতিতে একজন সহকারী প্রকৌশলী অথবা উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারী করতে হবে। (২) আব্দুল্লাহ-গাজীপুরসহ আলোচিত অন্যান্য স্থানের সড়কের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এর নেতৃত্বে একটি টিম ১০-০৫-২০১৮ তারিখে পরিদর্শনে যাবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	১. অতিরিক্ত সচিব ২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল, সওজ ৩. প্রকল্প পরিচালক বিআরটি (সওজ) ৪. প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি (বিবিএ)
১৩.	আব্দুল্লাহপুর-গাজীপুর চৌরাস্তা মহাসড়কের দুই পাশে ফিডার রোডের সংযোগস্থলে কোনো অবস্থাতেই থ্রী-হুইলার অটোরিক্সার/ লেগুনার স্ট্যান্ড স্থাপন করতে দেয়া যাবে না।	আব্দুল্লাহপুর-গাজীপুর চৌরাস্তা মহাসড়কের পাশে ফিডার রোডের সংযোগস্থলে যাতে কোনো অবস্থাতেই থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/ লেগুনার স্ট্যান্ড স্থাপন করতে না পারে সে বিষয়ে জেলা/হাইওয়ে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং তা চলমান রাখতে হবে।	থ্রী-হইলার অটোরিক্সা/ লেগুনা যাতে এ স্থানে দাঁড়াতে না পারে সে বিষয়ে গাজীপুর জেলা/ হাইওয়ে পুলিশকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।	গাজীপুর জেলা/ হাইওয়ে পুলিশ

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-17

ক্রম	পূর্বের সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১৪.	গাজীপুর চৌরাস্তায় মহাসড়ক দখল করে অবৈধভাবে সৃষ্ট ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান পার্কিং স্ট্যান্ড এবং লেগুনা স্ট্যান্ড অপসারণ করতে হবে।	অবৈধভাবে সৃষ্ট ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান পার্কিং স্ট্যান্ড এবং লেগুনা স্ট্যান্ড অপসারনের নিমিত্ত গাজীপুর জেলা/হাইওয়ে পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।	ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান পার্কিং স্ট্যান্ড এবং লেগুনা স্ট্যান্ড অপসারনের অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।	১. বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, ঢাকা/ বাংলাদেশ টাক ও কাভার্ড ভ্যান এসোসিয়েশন, গাজীপুর/গাজীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন/বাস মালিক সমিতি, গাজীপুর/বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ২. গাজীপুর জেলা/ হাইওয়ে পুলিশ ৩. জেলা প্রশাসন, গাজীপুর
১৫.	গাজীপুর চৌরাস্তা-আব্দুল্লাহপুর মহাসড়কে যানজটের তীব্রতা কমানোর লক্ষ্যে ময়মনসিংহ হতে ঢাকা আসার জন্য বিকল্প সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান, বিকল্প সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ১০-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শনের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১. অতিরিক্ত সচিব ২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল
১৬.	গাজীপুর চৌরাস্তা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের দুই পাশে ২টি পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ, ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং বাস/ট্রাক বে ও ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প প্রণয়নের বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উক্ত মহাসড়কের দুই পাশে ২টি পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ, ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং বাস/ট্রাক-বে ও ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প প্রণয়নের পরিকল্পনা সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানান।	গাজীপুর চৌরাস্তা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কে ২টি পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ, ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং বাস/ট্রাক বে ও ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন করার বিষয়ে অবিলম্বে একটি ডিপিপি প্রস্তুত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৮। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd || date: 2018-05-17

নং-৩৫.০০.০০০০.০২২.০১৭.০০২.১৮-২৪১ তারিখ: ১৬-০৫-২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
৫. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬. যুগ্মসচিব, নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. ডিআইজি, হাইওয়ে রেঞ্জ পুলিশ, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৯. প্রকল্প পরিচালক, সাসেক-১/২, বাড়ী নম্বর-১২৭ তৃতীয় তলা, সড়ক নম্বর-২, ব্লক-এ, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা
১০. প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি প্রকল্প(সওজ), ভবন-৪, রোড-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
১১. প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি প্রকল্প, বিবিএ অংশ, ভবন-৪, রোড-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
১২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/কুমিল্লা জোন/টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং
১৩. জেলা প্রশাসক, গাজীপুর
১৪. পুলিশ সুপার, গাজীপুর
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা সড়ক সার্কেল/নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল
১৬. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট ইউনিট, পদুয়ার বাজার নির্মাণাধীন ওভারপাস প্রকল্প, কুমিল্লা
১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), গাজীপুর/টাঙ্গাইল/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/কুমিল্লা
১৮. সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
১৯. সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২১/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার ঢাকা-১২১৫ (
২০. খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১, রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
২১. জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডাঃ, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
২২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমস (সিএনএস) লিঃ, প্লট নম্বর-৯৬৭, রোড নম্বর-১৫, এভিনিউ-২ ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা
২৩. সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ট্রাক টার্মিনাল, ঢাকা
২৪. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান এসোসিয়েশন, গাজীপুর
২৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাজীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন, গাজীপুর
২৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, গাজীপুর
২৭. সভাপতি, গাজীপুর ট্রাক মালিক সমিতি, গাজীপুর
২৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, কাভার্ডভ্যান ওনার্স এসোসিয়েশন, গাজীপুর
২৯. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)

১৬/০৫/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব
ফোন ঃ ৯৫৬১২২৫

নং-৩৫.০২০.০০৬.০০.০০.০২৬.২০১১-২৪১/১(৪) তারিখ: ১৬-০৫-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১৬/০৫/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব
ফোন ঃ ৯৫৬১২২৫

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-17